সূরা আল্ লাহাব-১১১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

মুসলিম মুফাস্সিরগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত, এ সূরা নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি ও মুইর একই অভিমত পোষণ করেন। অনেকে বলেন, অবতরণের দিক দিয়ে এটা পঞ্চম সূরা। সূরা আলাক, কলম, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সির- এ চারটি সূরা অবতীর্ণ হবার পরেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। সূরাটির নামকরণ থেকে মনে হয়, রক্তবর্ণ চেহারা উগ্র-স্বভাববিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর কথা এ সূরাটির বিষয়বস্তু। সূরা কাওসারে মহানবী (সাঃ)কে দুটি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। একটি হলো মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে, আর দ্বিতীয়টি ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পূর্ববর্তী 'সূরা নাস্রে' প্রতিশ্রুতির প্রথমাংশের পূর্ণতার উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা লাহাবে' দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتُّ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ লাহাব-১১১

মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ②

★ ২। [ক]আবূ লাহাবের[৩৪৫৮] দুটো হাত ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক!★

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ③

৩। [খ]তার ধনসম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে[৩৪৫৯] তা তার কোন কাজে আসবে না।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ④

৪। সে অবশ্যই এক লেলিহান আগুনে ঢুকবে[৩৪৬০]।

وَّامْرَاَتُهٗ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ⑤

★ ৫। আর জ্বালানী বয়ে বেড়ানো[৩৪৬১] তার স্ত্রীও (এক আগুনে ঢুকবে)।

দেখুন ঃ ক.১০৮ঃ৪ খ. ৩ঃ১১; ৫৮ঃ১৮।

৩৪৫৮। আবূ লাহাব (অগ্নিশিখার পিতা) ছিল নবী করীম (সাঃ) এর চাচা এবং তাঁর (সাঃ) চরম অত্যাচারী শত্রু। তার আসল নাম ছিল আবদুল উয্‌যা। তার আকৃতি-প্রকৃতি, মুখাবয়ব ও চুল ছিল রুক্ষ এবং মেযাজ ছিল অতিশয় কর্কশ। সে কারণেই তাকে ডাকা হতো 'আবূ লাহাব' বলে । মহানবী (সাঃ) এর প্রচারকার্যের শুরুতেই একটি ঘটনা ঘটেছিল। এ সূরা তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) ঐশী-বাণীকে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রচারের জন্য সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মক্কার গোত্রগুলোকে ডাকলেন, যাদের মধ্যে ছিল লুবাই, মুররা, কিলাব, কুসাঈ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ্ তাঁকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন'। এমতাবস্থায় তারা যেন তাঁর কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে গ্রহণ করে এবং তাদের ভ্রান্ত পথ ও কুকর্ম ছেড়ে দেয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সাথে তাঁর কথাগুলো পেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ ঐশী-বাণীকে না মানলে আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপরে নেমে আসবে। নবী করীম (সাঃ) এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে বললোঃ তুমি ধ্বংস হও, এ কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?" (বুখারী)। 'অগ্নি-শিখার পিতা' এ ডাক-নামটি আবূ লাহাবকেও বুঝাতে পারে, অথবা ইসলামের অগ্নিশর্মা শত্রুদেরকেও বুঝাতে পারে, অথবা অধিক যুক্তিযুক্তভাবে শেষ-যুগের পশ্চিমা জাতিগুলোকেও বুঝাতে পারে- যার একাংশ আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, আর অপরাংশ আল্লাহ্ তাআলার একত্বকে অস্বীকার করে। এ উভয় অংশই সমভাবে ইসলাম-বিরোধী। এ হিসাবে 'দুটো হাত ' বলতে, এ দুটি শক্তিশালী দলকে বুঝিয়েছে। এ অর্থে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে ঃ ইসলামের শত্রুদের (বিশেষ করে এ দুটি পশ্চিমা শক্তি ও তাদের মিত্রবর্গের) ইসলাম- বিরোধী প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফল হবে এবং তাদের ইসলাম-বিধ্বংসী চেষ্টা-তদ্বির তাদের জন্যই সর্বনাশ ডেকে আনবে। ইসলামের ক্রমোন্নতি দেখে তারা অন্তর্জালায় ভুগবে। আর তাদের রাশি-রাশি ধন-দৌলত, জ্ঞান-গরিমা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদেরই চোখের সামনে বিলীন হয়ে যাবে।

★ ['আবু লাহাব' অর্থাৎ অগ্নিশিখার পিতা কথাটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অগ্নিশর্মা বা বিদ্রোহী স্বভাববিশিষ্ট আর যে অন্যদেরকে উত্তেজিত করে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৪৫৯। 'তার ধন-সম্পদ' বলতে তাদের দেশে উৎপাদিত ধন-দৌলত বুঝাতে পারে এবং 'সে যা উপার্জন করেছে' বলতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ-পূর্বক তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো করায়ত্ব ও সংগৃহীত করাকে বুঝাতে পারে।

৩৪৬০। 'আবূ লাহাব' বলতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝায়,যে অগ্নিশিখা-উৎপাদক যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে, অথবা যে অগ্নিতে পুড়ে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাখা করলে এ আয়াতটিতে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, শেষ যমানায় বা কলিকালে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক জোট তাদের আবিষ্কৃত ও উৎপাদিত আণবিক বোমা ও অন্যান্য সমরাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আয়াত এও বলে দিচ্ছে, এ জোটভুক্ত জাতিগুলোর জন্য সেই দিন বেশী দূরে নয়।

৩৪৬১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥ ع ٣٦

৬। তার গলায় খেজুর-আঁশের পাকানো দড়ি[৩৪৬২] (পেঁচিয়ে) থাকবে ।

৩৪৬১। এখানে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলকে নির্দেশ করছে বলে মনে হয়। এ স্ত্রীলোকটি মহানবী (সাঃ) এর চলার পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখতো এবং তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াতো। 'হাতাব' এর অন্য অর্থ বিদ্বেষজনিত কুৎসা (লেইন)। ঐ জাতীয় লোক যারা বিদ্বেষমূলকভাবে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর নামে কুৎসা রটনা করে এবং মিথ্যা অপবাদ ছড়ায় , তাদের ক্ষেত্রেও আয়াতটি প্রযোজ্য।

৩৪৬২। যদিও বাহ্যত দেখা যায় যে সেই জাতিগুলো মুক্ত তথাপি তারা নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতির রজ্জুতে এমনই দৃঢ়ভাবে বাঁধা, তারা ঐগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না। অথবা উম্মে জামীল সম্বন্ধে যেমন কথিত আছে যে সে যে দড়ির সাহায্যে কাঠ বয়ে আনতো কাঠের বোঝা পিঠে ঝুলিয়ে তা মাথায়-পেঁচানো দড়ির সাথে বেঁধে বহন করতো, সে দড়িই একদিন মাথা থেকে ছুটে গলায় ফাঁস লেগে তার মৃত্যু ঘটেছিল। ঠিক তেমনিভাবে এ জাতিগুলো নিজেদের ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হবে।